প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষমতায়ন, অংশগ্রহণ ও উন্নয়ন ৫ম জাতীয় কনভেনশন

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

ঢাকা, সোমবার, ৪ কার্তিক ১৪১৬, ১৯ অক্টোবর ২০০৯

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি

সহকর্মীবৃন্দ,

প্রতিবন্ধী ভাইবোনেরা এবং

সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

আজকের এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বিশেষ করে এখানে উপস্থিত প্রতিবন্ধী ভাইবোনেরা যাঁরা কষ্ট করে, নানা প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন, তাঁদেরকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। একই সঙ্গে দেশের সকল প্রতিবন্ধী ভাইবোনেরা যাঁরা এখানে আসতে পারেননি, তাঁদের প্রতিও রইল আমার শুভেচ্ছা।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রয়োজন ও চাহিদা অন্যদের চেয়ে আলাদা। এ কারণেই তাঁদের জন্য কিছু কিছু বিশেষ সুবিধা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ এ বিষয়টির স্বীকৃতি দিয়েছে।

প্রতিবন্ধীরা বিভিন্ন ধরনের বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকেন। দুঃখজনক হল, এই বৈষম্য শুরু হয় খোদ পরিবার থেকেই। জন্মগত প্রতিবন্ধী শিশুরা যেখানে বিশেষ যত্ন পাওয়ার দাবীদার, কিন্তু দেখা যায় তারা প্রায়ঃশই অবজ্ঞা আর অবহেলার শিকার হয়।

তাদের উপযুক্ত পড়ালেখার সুযোগ থাকে না, শারীরিক ও মানসিক গঠনের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই, পরবর্তীতে কর্মসংস্থানেরও সুযোগ থাকে না। ফলে সারাজীবন প্রতিবন্ধী মানুষটি অন্যের অনুকম্পার পাত্র হয়ে থাকেন। অথচ সুযোগ পেলে যেকোন প্রতিবন্ধী মানুষ অসম্ভব উদ্ভাবনী ক্ষমতা দেখাতে পারেন।

সারা বিশ্বে প্রায় শতকরা ১০ ভাগ মানুষ নানা ধরনের প্রতিবন্ধীতায় ভুগে থাকেন। বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ কোন পরিসংখ্যান নেই। তবে, ২০০৫ সালে পরিচালিত জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম ও হ্যান্ডিক্যাপ ইন্টারন্যাশনাল-এর এক সমীক্ষায় দেখা যায়, বাংলাদেশের প্রায় ৮৪ লাখ মানুষের কোন না কোন প্রতিবন্ধীতা রয়েছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারলে তাঁরা নিজেরাই স্বয়ং-সম্পূর্ণ মানুষ হিসেবে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন। আমাদের সামনে এ রকম মানুষের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত অনেক বৈজ্ঞানিক, সমাজ সংস্কারক জন্মগতভাবে বা জীবনের কোন না কোন পর্যায়ে প্রতিবন্ধী ছিলেন।

বৈজ্ঞানিক আলবার্ট আইনস্টাইন, আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল, হেলেন কেলার, মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, কবি জন মিল্টন, গায়ক বিটোফেন প্রতিবন্ধীদেরই দলভুক্ত ছিলেন। উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং গাইডেন্স পেলে প্রতিবন্ধীরা যে কোন কাজে সাফল্য দেখাতে পারেন।

আমাদের দেশের প্রতিবন্ধী ক্রীড়াবিদগণও বিশ্ব দরবারে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। ১৯৯৯ সালে আমার ব্যক্তিগত উদ্যোগে যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত স্পেশাল অলিম্পিকে তাঁরা ২১ টি স্বর্ণ, ১০ টি রূপা ও ৭ টি ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করে। সেই ধারাবাহিকতা তাঁরা অক্ষুণ্ন রেখেছেন।

প্রতিবন্ধী ভাই ও বোনেরা,

প্রতিবন্ধিতা মানব জীবনের বৈচিত্রেরই একটি অংশ। প্রতিবন্ধিতা কোন চিকিৎসাবিদ্যা ও কল্যাণের বিষয় নয়। জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ অনুমোদিত হবার মাধ্যমে আজ তা সর্বজন স্বীকৃত মানবাধিকারের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকারের এই স্বীকৃতি আপনাদের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নের পথকে বাধামুক্ত করবে।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্টীর কল্যাণে কাজ করে থাকে। আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারে আমরা স্পষ্টভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান প্রভৃতি ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টির কথা উল্লেখ করেছি। আমরা প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইনকে যুগোপযোগী করার কথা বলেছি। আজ আবারও আপনাদের সামনে বলতে চাই, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার রক্ষায় আইন প্রণীত হবে এবং এই আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় আপনাদের মতামত ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।

আপনারা জানেন, চলতি বাজেটে আমরা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে আগের চেয়ে বেশী বরাদ্দ দিয়েছি। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যসেবা ও সহায়ক উপকরণ সরবরাহ করার জন্য ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। চলতি বাজেটে প্রতিবন্ধী সেবা সহায়ক কেন্দ্র শীর্ষক একটি নতুন কর্মসূচির জন্য ৫ কোটি ৪১ লাখ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

এছাড়াও আগামী অর্থবছরে পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন ২০০ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে বিতরণ করবে।

এ বছর প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বৃত্তির পরিমাণ বাড়িয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে ৫০০ টাকা, মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ১,০০০ টাকা ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ১,৫০০ টাকা করা হচ্ছে। একীভূত শিক্ষা নিশ্চিত করতে শিক্ষক প্রশিক্ষণ, প্রতিবন্ধিতা সহায়ক শিক্ষা উপকরণ ও প্রতিটি স্কুলে প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক পারদর্শী ১ জন করে শিক্ষক নিয়োগের জন্য বাজেটে বরাদ্দ থাকবে।

সমবেত সুধিমন্ডলী,

আমি মনে করি শুধু সাহায্য দিয়ে এই বিপুল সংখ্যক প্রতিবন্ধী মানুষের ভাগ্যোন্নয়ন সম্ভব নয়। এজন্য তাঁদেরকে স্বাবলম্বী করে তুলতে হবে। তাঁদেরকে মানব সম্পদে পরিণত করতে হবে। আমরা এ বিষয়টির উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি। শিক্ষা, চিকিৎসা, সামাজিক নিরাপত্তা, জীবিকা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকে তাঁরা যাতে বঞ্চিত না হন, উন্নয়ন প্রক্রিয়া থেকে বাদ না পড়ে পড়েন, সে ব্যাপারে আমরা দৃষ্টি দিচ্ছি।

সুধিবৃন্দ,

আপনারা জানেন ইতোমধ্যেই আমরা শিক্ষা নীতি প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছি। প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষাকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় আনার প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী শিশুর শিক্ষা নিশ্চিত করার ব্যাপারে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষা উপকরণের ব্রেইল মুদ্রণ, প্রতিবন্ধিতা বিবেচনায় বিশেষ শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রস্তাব করা হয়েছে।

খসড়া নীতিমালা সম্পর্কে মতামত ও প্রতিক্রিয়া তুলে ধরছেন দেশের বিশিষ্টজনেরা। সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে ব্যাপক সংখ্যক প্রতিবন্ধী শিশুর শিক্ষা নিশ্চিত করতে আমাদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা নিতে হবে।

তথ্য-প্রযুক্তিতে গোটা বিশ্ব অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আমরাও এর সুযোগ কাজে লাগাতে চাই। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা বিশেষ ধরনের সফটওয়্যার যেমন JAWS, DAISY, বাংলা ব্রেইল ইত্যাদি ব্যবহার করে তাঁদের প্রতিবন্ধকতাকে জয় করছেন।

আমরা ইশারা ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়েছি, এর মাধ্যমে বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের ইশারা ভাষা ব্যবহারের পথ বিস্তৃত হয়েছে।

শিক্ষা উপকরণসমূহ প্রতিবন্ধী সহায়ক করা, শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ উন্নত করা, প্রতিবন্ধিতা বিবেচনায় শিক্ষা উপকরণ তৈরি করাসহ প্রশিক্ষিত শিক্ষক নিয়োগ করা হবে।

প্রতিবন্ধী ভাই-বোনেরা,

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবার অংশ হিসেবে প্রসূতি মায়েদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় আমরা মাতৃত্বকালীন ভাতার ব্যবস্থা করেছি। প্রতিটি ইউনিয়নে ২জন প্রতিবন্ধী মা যাতে এ ভাতা পেতে পারে সে ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যাতে অগ্রাধিকারভিত্তিতে এবং বিনামূল্যে ঔষধ ও স্বাস্থ্যসেবা পেতে পারেন, সে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

চাকুরি ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কোটা সংরক্ষণের বিষয়টি সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে চতুর্থ শ্রেণীর পদে কোটা নির্ধারণ করা হয়েছে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের রিসোর্স স্কুলে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক নিয়োগেও তাঁদের জন্য কোটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সিভিল সার্ভিসসহ চাকুরির সকলস্তরে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কোটা সংরক্ষণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

প্রতিটি ইউনিয়নে তথ্য-প্রযুক্তিভিত্তিক টেলিসেন্টার গড়ে তোলা হবে যেখানে ১ জন করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কর্মসংস্থান করা হবে।

প্রতিবন্ধী ভাই ও বোনেরা,

আপনারা দূর-দূরান্ত থেকে কষ্ট করে এখানে এসেছেন। আমি জানি আপনাদের যাতায়াত ও চলাচল কতটা কষ্টসাধ্য। আমাদের বাস, ট্রেন, সড়ক ও ভবনসমূহ আপনাদের চলাচলের উপযোগী নয়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যাতে স্বাধীনভাবে বাস-ট্রেনে উঠা-নামা করতে পারে সে জন্য ভবিষ্যতে আমদানীকৃত বাস-ট্রেনগুলো যাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উঠা-নামার উপযোগী হয় সে ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সরকারি ভবনগুলোতে যেখানে সম্ভব লিফট এর ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়া থানা নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসক ও স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের দপ্তরসমূহ নীচতলায় স্থানান্তর করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যোগাযোগের ক্ষেত্র প্রসারিত করা হবে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের খেলাধুলার বিকাশে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা হবে। অলিম্পিক প্রতিযোগিতাসহ ক্রিকেট, ফুটবল প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী খেলোয়াড় তৈরিতে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হবে। জেলা ক্রীড়া সমিতি আয়োজিত সকল ক্রীড়া কর্মকান্ডে প্রতিবন্ধী ক্রীড়াবিদদের অন্তর্ভূক্তি ও তাঁদের উন্নয়নে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রতিবন্ধী ভাইবোনেরা,

আপনারা নিজেদেরকে অসহায় ভাববেন না। আপনাদেরকে সকল বাধা অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে হবে। আমি এবং আমার সরকার আপনাদের পাশে রয়েছি।

তবে সরকারের সম্পদ সীমিত। সরকারের একার পক্ষে সকলের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে বেসরকারি ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কাজেই সমাজের সকলকে প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন ও উন্নয়ন কাজে এগিয়ে আসার আহবান জানাই।

সবশেষে বলতে চাই, এই কনভেনশন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করবে, বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণ করে নীতি নির্ধারক ও আইন প্রণেতাদের কাছে পৌঁছে দেবে - যাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অনুকূলে নীতি প্রণীত হয়।

আমি আয়োজকদের ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

খোদা হাফেজ

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।